ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩৪৫ ● কলকাতা ● ০৭ পৌষ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কৃতি?

পৃঃ ৫

১৭ বছর পর ফিফার বর্ষসেরা একাদশে নেই মেসি

পৃঃ ৬

প্রধানমন্ত্রী জয় করলেন ১০১ বছরের মঙ্গল সৈন হান্দার হৃদয়

বেবি চক্রবর্ত্তী: দিল্লী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অতি সহজেই মিশে যেতে পারেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সেই প্রমাণ তিনি আবার দিলেন কুয়েতে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার কুয়েতে পৌঁছেছেন। তাঁর সফরের কয়েক ঘণ্টা আগে কুয়েতে বসবাসকারী এক প্রাক্তন ওঋঝ অফিসারের নাতনি একটি টুইট করেন। ১০১ বছরের প্রাক্তন ভারতীয় আমলা মঙ্গল সৈন হান্দার নাতনি শ্রেয়া জুনেজা এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন, তাঁর দাদু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। শ্রেয়া জানান, তাঁর দাদু প্রধানমন্ত্রীর গুণমুগ্ধ। কাল বিলম্ব না করে মোদী জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কুয়েতের সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়। কথা অনুযায়ী শত ব্যস্ততার মধ্যেতেও শনিবার মোদী দেখা করলেই সেই ১০১ বছরের বৃদ্ধর সঙ্গে। সেখানে আরও অনেক

এরপর ৩ পাতায়

ক্যানিং থেকে গ্রেফতার কুখ্যাত জঙ্গি, BSF কে বিঁধে কেন্দ্র কে নিশানা তৃণমূলের !

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

অসমের পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থেকে গ্রেফতার কাশ্মীরের এক কুখ্যাত জঙ্গি। নাম জাভেদ মুন্সি। জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিক উল মুজাহিদ্দিনের সদস্য জাভেদ মুন্সির বাড়ি ভূস্বর্গ তথা জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্য কাশ্মীরের তাংপুরায়। উত্তপ্ত বাংলাদেশ পরিস্থিতির মধ্যেই কাশ্মীর পুলিশ ও রাজ্য এসটিএফের যৌথ অভিযানে ক্যানিংয়ের হাসপাতাল মোড় এলাকার গুলশান হাউস নামের একটি বাড়ি থেকে অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এলাকা সূত্রে শোনা যায়, কয়েকদিন আগেই নাকি তার এই জামাইবাবুর বাড়িতে এসেছিলো ঐ অভিযুক্ত যুবক। তদন্তকারীদের দাবি, বহুদিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো সে!এমন কি এখান থেকে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার। তবে, আজ তাকে আলিপুর আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে কাশ্মীর নিয়ে যাওয়ার হতে পারে বলে সূত্রের খবর!

এবিষয়ে উল্লেখ্য যে , কয়কদিন আগেই অসম পুলিস ৮ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছিল । এদের মধ্যে ২ জন বাংলার বাসিন্দা। এখন তেহরিক উল মুজাহিদ্দিনের সদস্য জাভেদ মুন্সি কেন বাংলায় এসেছিল? শুধু লুকিয়ে থাকাই তার উদ্দেশ্য ছিল নাকি সে এখানেও নেটওয়ার্ক তৈরির করার চেষ্টা করছিল?সেটাই এখন দেখার। জানা যাচ্ছে কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর উপরে একাধিক হামলার সঙ্গে জড়িত এই জাভেদ মুন্সি।এখন বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ভারতের উত্তর পূর্বের সেভেন সিস্টারস ও কাশ্মীরে জঙ্গদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে বলে সূত্রের খবর। এখন সেরকম কোনও কাজেই জাভেদ ক্যানিংয়ে বাসা বেঁধে ছিল কিনা সেটাও ভাবাচ্ছে পুলিসকে!

এনিয়ে প্রাক্তন এক পুলিস কর্তা বলেন, সীমান্ত অতিক্রম করে জঙ্গিরা বাংলায় ঢুকছে। তারপর তারা কাশ্মীর, কেরালা-সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার জন অরণ্যে মিশে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষীদের হাই অ্যালার্টের মধ্যে রাখতে হবে যাতে একটা লোকও যেন বাইরে থেকে দেশে আসতে না পারে। যারা এদেশে ঢুকবে তাদের ধরে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এর সঙ্গে জনগণের স্বার্থ ও সুরক্ষার ব্যাপার জড়িত রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরালা-সহ একাধিক রাজ্যে জাল বিস্তার করতে জোটবদ্ধ আনসার উল বাংলা টিম- জেমবি। আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের ছাতার তলায় থেকে নতুন ভাবে কাজ শুরু করেছে জেএমবি-এটিবির সদস্যরা। বাংলাদেশে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগে জঙ্গি সংগঠন গুলির নয়া স্ট্রাটেজি উদ্বেগে ভারতীয় গোয়েন্দারা। বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের জমানায় যে ভাবে পাকিস্তানে জাহাজগুলোকে খোলা ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য ভিসার নিয়ম শিথিল করেছে তার রীতিমতো উদ্বেগজনক। কারণ, ২০১৪ সালে গঠিত AQIS-এর ভরকেন্দ্র এবং মূল নিয়ন্ত্রকরা পাকিস্তানে অবস্থিত । ফলে পাকিস্তান থেকে অনায়াসে বাংলাদেশে এবার তারা চলে আসতে পারে এমনকী, এদেশেও অনুপ্রবেশে আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছেন না গোয়েন্দারা।

এরপর ৩ পাতায়

'দখলের কথা ভেবে ভারতের দিকে যারা তাকাবে, চোখ উপড়ে ফেলা হবে!' কট্টরপন্থীদের উদ্দেশে ববি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জঙ্গি সংগঠন আল কায়দার ভারত উপমহাদেশীয় শাখা আনসার উল্লাহ বাংলা টিমটি ভারত জুড়ে নাশকতার ছক কষছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গত ১০ ডিসেম্বর 'অপারেশন প্রঘাত' শুরু করে অসম পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। গত ১৭ এবং ১৮ ডিসেম্বর, দু'দিনের অভিযানে অসম, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাংলায় জঙ্গি মডিউল তৈরির চেষ্টার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে দু'জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী দেখে আর জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ নিশ্চিত যে তারা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

সেই সংগঠন আর অন্য কোথাকার নয়, বাংলাদেশের! কীভাবে ওপার বাংলা থেকে নির্দেশ পেয়ে এবার বাংলায় সন্ত্রাস ছড়ানোর পরিকল্পনা হচ্ছে, তা সাংবাদিক বৈঠকে বিস্তারিত জানিয়েছেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার। কীভাবে বা কোন কায়দায় এরা সীমানা পেরিয়ে বাংলায় এসে দুষ্কৃতীমূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মেয়র

এরপর ৩ পাতায়

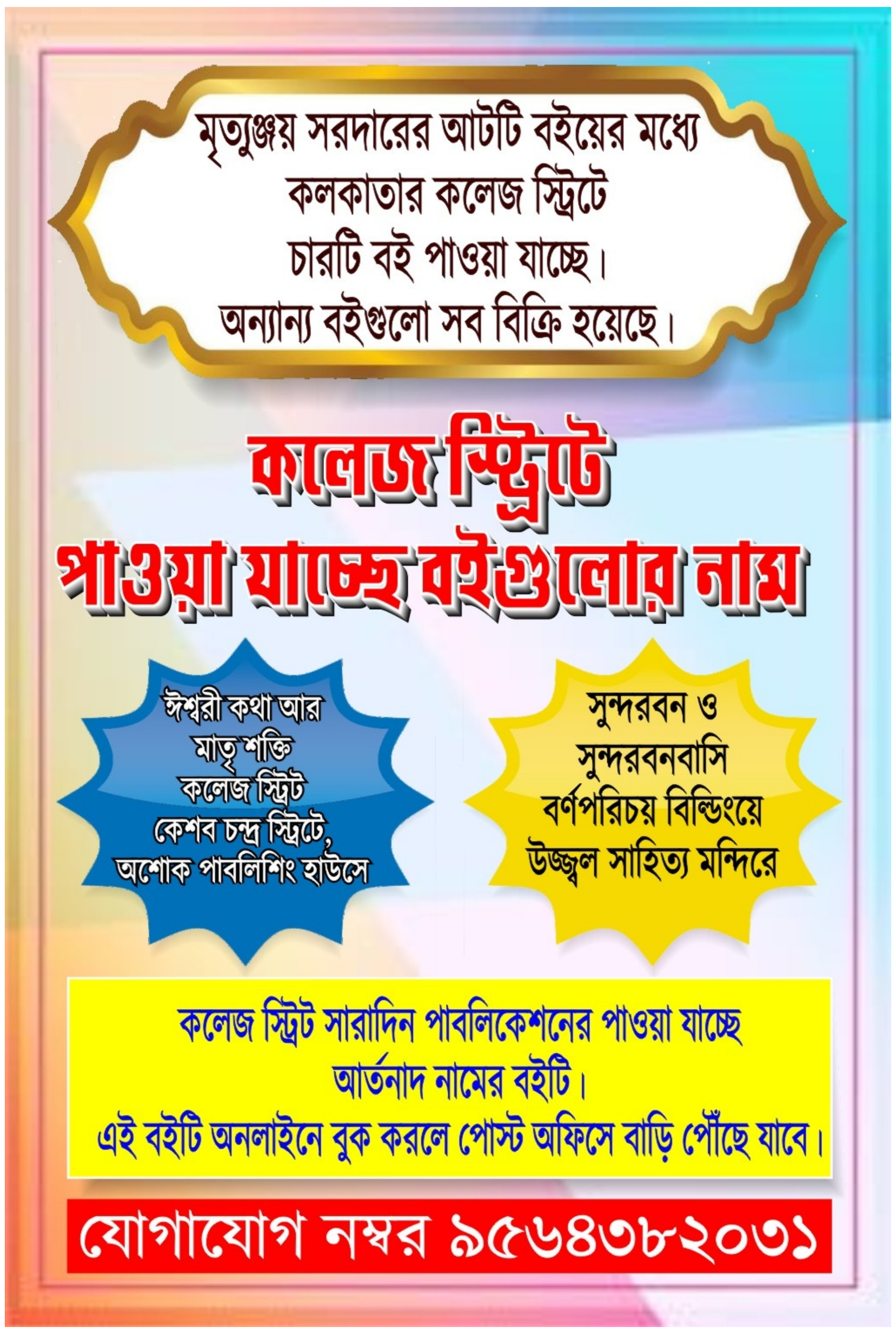

কোল্ড স্টোরে মজুত লক্ষ লক্ষ প্যাকেট আলু নিয়ে দুশ্চিন্তা, ব্যবসায়ী ও কৃষকদের দাবি রফতানিতে ছাড় দেওয়ার

বেবি চক্রবর্ত্তী

কোল্ড স্টোরে মজুত থাকা লক্ষ লক্ষ প্যাকেট আলু নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় আছেন ব্যবসায়ী ও কৃষকরা। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে চলে আসবে নতুন আলু, অথচ কোল্ড স্টোরে থাকা পুরনো আলুর ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সংশয় কাটছে না। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ভিন রাজ্যে আলু পাঠানো বন্ধ থাকায় মমতা সরকারের কাছে আর্জি জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।ব্যবসায়ীদের দাবি, হিমঘরে এখনো প্রচুর আলু মজুত রয়েছে, যা ডিসেম্বরের মধ্যে বের না করা হলে তা নষ্ট হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে অবিলম্বে ভিন রাজ্যে আলু পাঠানোর উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা সহ জেলার কোল্ড স্টোরগুলোতে এখনও লক্ষাধিক প্যাকেট আলু মজুত রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাজারে এই আলুর চাহিদা কম, তাই সাধারণত ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে এই আলু রফতানি করা হয়। কিন্তু এ বছর রাজ্য সরকার আলু রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা।

প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুরের কোল্ড স্টোরগুলোতে এখনও প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে। চন্দ্রকোনা ব্লকেই কোল্ড স্টোরগুলোতে মজুত আছে প্রায় ১০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬২০ প্যাকেট আলু। আলু ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রাজ্য সড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে আলু পরিবহণের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।ব্যবসায়ীদের দাবি, "আমাদের আলু কলকাতার বাজারে যায় না। এই আলু ঝাড়খণ্ড ও ছত্তীসগঢ়ে রফতানি করা হয়। নিষেধাজ্ঞার ফলে আমরা চরম সমস্যায় পড়েছি।" তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ডিসেম্বরের মধ্যে কোল্ড স্টোর থেকে মজুত আলু বের না করা হলে নতুন আলু সংরক্ষণের জায়গার অভাব হবে। এর পাশাপাশি পুরনো আলু পচে যাওয়ার আশঙ্কাও বাড়ছে।এখন দেখার, রাজ্য সরকার আলু রফতানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে ব্যবসায়ী ও কৃষকদের দুশ্চিন্তা কমায় কিনা।

ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কলকাতার সঙ্গে মেট্রো রেল চালানোর কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় বন্দর নৌপরিবহন ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার দাবি তুলে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। ভারত-বাংলাদেশ দ্বীপাক্ষিক সম্পর্কে উত্তেজনা চলছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসা পরিসেবা বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে ভারতের কয়েকটি হাসপাতাল। ভারতের বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী দলগুলো বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসা পরিসেবা বয়কট নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও আদতে বাংলাদেশী রোগীদের পেতে চায় ভারত। তাই বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কলকাতার সঙ্গে জুড়বে মেট্রো এমন ঘোষণার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন্দর,নৌপরিবহন ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

গত শুক্রবার শিলিগুড়িতে সশস্ত্র সীমাবল বা এসএসবির রেইজিং ডে উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন পেট্রোফলের বিএসএফ জওয়ানদের জন্য ৩০ কোটির আধুনিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, " আগামীতে অনেক বড় সীমান্ত শহর হিসাবে উঠে আসবে পেট্রোপল। পেট্রোপল থেকে বাগদা পর্যন্ত রেল স্টেশন বানাতে চাই। আমরা চেষ্টা করব কলকাতা থেকে পেট্রাপোল পর্যন্ত মেট্রোকে আনতে। এভাবে বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ লোক কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন সে কারণে এখানে উন্নত পরিষেবা সত্যিই দরকার বলে আমি মনে করি"।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিকতম ঘটনায় একদিকে যখন ভারতের বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো বাংলাদেশী রোগীদের চিকিৎসা করতে নারাজ অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের এমন মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে মনে করছেন বিজেপি নেতারা বাংলাদেশে জরুরি পণ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তবে এসব একে অপরকে আঘাত করার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর আরো বলেন " বাংলাদেশের বর্তমান সরকার

এরপর ৩ পাতায়

আর থাকতে না পেরে ছুটলেন দিলীপ, সঙ্গে আধা সেনা, কী হচ্ছে সীমান্তে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব মঞ্চে মুখ পুড়লেও শোধরাচ্ছে না বাংলাদেশ। রণহুঙ্কার শোনা যাচ্ছে বিএনপি নেতাদের মুখে। কট্টরপন্থীদের থেকে লাগাতার ধেয়ে আসছে ভারত বিরোধী মন্তব্য। পাল্টা প্রতিরোধের বার্তা যাচ্ছে ভারত থেকেও। এদিকে অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সীমান্তে বিএসএফের টহল। আরও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। এদিকে বিগত কয়েকদিন ধরে এপার থেকে আক্রমণের ধার অনেকটাই বাড়াতে দেখা গিয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এবার আসরে দিলীপ ঘোষ। সীমান্তে বিক্ষোভ মিছিল করতে দেখা গেল দিলীপকে। বাংলাদেশের কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার বাহাদুর গ্রামপঞ্চায়েতের ভাট পাড়া সীমান্তে অনুগামীদের নিয়ে মিছিল করতে দেখা গেল বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিকে। দিলীপ ছাড়াও এদিনের মিছিলে ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। পা মেলাতে দেখা যায় অনেক গ্রামবাসীদেরও। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই একের পর এক বিএনপি নেতা থেকে কট্টরপন্থী নেতা কলকাতা থেকে সেভেন সিস্টার্স দখলের ডাক দিয়েছেন। এমনকী ভারতের মানচিত্র বদলের হুঁশিয়ারিও এসেছে। ভারতে তৈরি শাড়ি পুড়িয়ে চলেছে ভারতীয় পণয় বয়কটের ডাক। এমনকী যুদ্ধ প্রস্তুতির কথাও শোনা গিয়েছে বিএনপি নেতাদের গলায়। দেশের সমস্ত ছাত্রের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। স্বাভাবতই উত্তেজনা বাড়ছে সীমান্তে।

সাত সকালেই মা ফ্লাই ওভারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

কলকাতা

সকালের দিকে যথেষ্ট কুয়াশা ছিল। সেই কুয়াশার মধ্যেই সকাল ৬টা নাগাদ মা ফ্লাই ওভার দিয়ে বাইকে যাচ্ছিলো দুই যুবক। তার পরেই ঘটে গেলো মর্মান্তিক ঘটনা। উড়ালপুলের উপর দিয়ে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় ডিভাইডারে ধাক্কা লেগে একেবারে উপর থেকে পড়ে যান দু'জন। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুলিশ বলছে চিংড়িঘাটা থেকে সায়েন্স সিটির দিকে আসার সময় সজোরে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে বাইকটি। ছিটকে নিচে পড়ে যান বাইকে থাকা দু'জনেই। প্রচুর ব্লিডিং হওয়ার কারণে রাস্তায় অনেক রক্ত জমে যায়।

তার পরেই প্রচুর যানজট তৈরী হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে ট্র্যাফিক পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় দ্রুত দানিস আলম (১৮) ও আনিস রানা (১৯) নামে দুই যুবককে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, ততক্ষণে আর কিছু করে উঠতে পারেননি চিকিৎসকেরা। মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ওই দুই যুবক রাজা বাজার অঞ্চলের বাসিন্দা।এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে টোটোর ভিড়ে আজ আরও ব্রাত্য রিক্সা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বেশ কয়েকবছর আগে রাস্তায় দেখা যেত সারিবদ্ধ হয়ে কয়েকশো রিকসা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ সেই রিক্সার সারি দেখা যায় না। সবটাই হাতে গোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যে কয়েকটা রিক্সা রয়েছে তাঁর চালকদের সংসার চালানো ভীষণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এসব কিছুর পিছনে রয়েছে আধুনিক যান টোটো।বাজারে আসার পর থেকে হুহু করে প্রচুর টোটো বিক্রি হয়েছে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় অধিকাংশ চালকরা তাঁদের রিক্সা বিক্রি করে টোটো কিনেছে। আর তাতে বাধ সেধেছে রিকসা চালকদের রুজি রোজগারে। উপযুক্ত রোজগার না হওয়ায় তাঁদের দিন আনা দিন খাওয়া সংসারের লক্ষীর ভাঁড়ে টান পড়েছে।প্রতিদিন সকাল হতেই রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন চালকরা ভাড়ার আশায়। তারপর ভাগ্যক্রমে কোনও ভাড়া জুটলে কিছু কামাই হয়। কপাল ভালো যায় সেদিন, যেদিন গলদঘর্ম হয়ে ছায়াতে বসে বিড়িতে সুখের টান দিয়ে ঠান্ডা মিঠেল হাওয়ায় একটু জিরিয়ে নেন ওঁরা।

তারপর সংসারের সমস্যা নিয়ে নানা চিন্তা রোমন্থন করতে থাকে। ভাবে যদি আমারও বেশ কিছু টাকা থাকলে টোটো কিনে সংসারের অভাব অনটন মেটাতাম। কিন্তু হায় ভাগ্যের পরিহাস। এক রিক্সা চালক রতন সরকার বলেন, “কী আর করব টোটো হয়ে যাওয়াতে আমাদের ব্যাবসা কমেছে ঠিকই তেমনি ভাড়া পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। মাঝে মাঝে ভাবি ঋণ নিয়ে আমিও টোটো কিনবো কিন্তু ভয় পাই যদি ঋণ শোধ করতে না পারি। এই আছি বেশ আছি যতদিন চলে চলুক না।”

টোটো নিয়ে বিশ্বপ্রীয় সাহা নামে এক সমাজসেবী ও লেখক বলেন, ”যদি বিচার করে দেখা যায় টোটোতে পরিবেশ দূষন হয় না এবং অনেক যাত্রী একসঙ্গে নেওয়া যায়। সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমও হয় না। আবার মানবিকতার বিচার করলে সত্যি রিকসা চালকরা আজ ব্রাত্য হয়েছে। যখন তারা ভাড়া পায় না তখন তাদের করুণ মুখগুলি মনকে ভীষন নাড়া দেয়। আমার মতে সরকার যদি এদের জন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করে তা হলে হয়তো এরা বেঁচে যাবে।” তবে বলাই বাহুল্য আধুনিক সময়ে টোটোর ভিড়ে রিক্সা ব্রাত্য হয়েছে।

নিজেদের বিমান ভূপাতিত করল যুক্তরাষ্ট্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

লোহিত সাগরের আকাশে উড়তে থাকা নিজেদের একটি যুদ্ধবিমান ভুলবশত গুলি করে ভূপাতিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। মার্কিন এফ/এ-১৮ হর্নেট বিমানটিতে দুজন পাইলট ছিলেন। গুলিতে ভূপাতিত হওয়ার সময় তারা বেরিয়ে পড়েন। রোববার ভোররাতের এ ঘটনা ঘটে। খবর বিবিসি ও রয়টার্স।

মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্পষ্টত প্রতীয়মান, নিজেদের ছোড়া গুলির (ফ্রেন্ডলি ফায়ার) ঘটনার পর দুজন পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সামান্য আহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, যুদ্ধবিমানটি রণতরী হ্যারি এস. ট্রুম্যান থেকে উড্ডয়ন করেছিল। রণতরী বহরের একটি ক্ষেপণাস্ত্রবাহী পাহারাদার যুদ্ধজাহাজ গেটিসবার্গ 'ভুলবশত' হর্নেট বিমানটিকে লক্ষ্য করে গুলি করে আর সেটি আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক তৎপরতার কারণে লোহিত সাগর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি মিলিশিয়ারা গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে লোহিত সাগর ও সংলগ্ন জলপথ ধরে যাওয়া সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। ইসরায়েল ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত জাহাজগুলোতেই তারা শুধু হামলা চালাচ্ছে বলে দাবি হুতিদের।

এসব হামলা থেকে তাদের বিরত রাখতে ও তাদের দমন করতে ইয়েমেনে হুতিদের বিভিন্ন অবস্থানে হামলা চালাচ্ছে মার্কিন বাহিনী। এসব ঘটনায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা সামরিক তৎপরতায় লোহিত সাগর সরগরম।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, শনিবার তারা লোহিত সাগরের আকাশে হুতিদের ড্রোন ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে। একই সঙ্গে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় হুতিদের ক্ষেপণাস্ত্র গুদাম ও কমান্ড-ও-কন্ট্রোল সেন্টারে বিমান হামলা চালিয়েছে।

১-ম পাতার পর

ক্যানিং থেকে গ্রেফতার কুখ্যাত জঙ্গি, BSF কে বিঁধে কেন্দ্র কে নিশানা তৃণমূলের !

২০১৪ সালে যখন অছওঝ তৈরি হয় সে সময় থেকে আলকায়দার অধীন কাজ করতে শুরু করে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন এবিটি। যদিও জেএমবির তখন AQIS যোগ দেয়নি। তাদের নেতারা ছিল আইএসের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের লাগাতার অভিযানে ধরে পড়ে জেএমবি'র বড়বড় মাথারা । যার ফলে অনেকটাই শক্তি হারায় জেএমবি। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বর্তমানে জেএমবি'র বাকি সদস্যরাও AQIS এর ছাতার তলায় থেকে কাজ শুরু করেছে।এই তথ্য ভারতীয় গোয়েন্দাদের কাছে উদ্বেগজনক,কারণ খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বা এদেশে বাংলাদেশে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের কার্যকলাপ সামনে আসে, তাতে মূলত দেখা যায় এদেশের মাটিকে ব্যবহার করে বাংলাদেশে অশান্তি করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন তাদের উদ্দেশ্য এখানে স্লিপার সেল, মডিউল তৈরি করে ভারতেই অশান্তি বাধানো, নাশকতার পরিকল্পনা করা। খাগড়াগড়ের সময় ধরা পড়া শিমুলিয়া, মুকিমনগর মাদ্রাসার গুলোর মতো বিভিন্ন খারিজ মাদ্রাসা আড়ালে মগধ ধোলাইয়ের, প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এমনকী, মহিলাদেরও একভাবে নিয়োগের চেষ্টা চলছে বলে গোয়েন্দা সূত্রের খবর. তাদেরও অস্ত্র প্রশিক্ষণের পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।সম্প্রতি সীমান্তে বহু মহিলা মাদ্রাসা খোলা হয়েছে কী উদ্দেশ্যে সেটাও খতিয়ে দেখা চলছে। কারা টাকা জুগিয়েছেন? সে গুলোর উপরে কেন্দ্র ও রাজ্য গোয়েন্দাদের নজর রয়েছে। আর ক্যানিংয়ের এই ঘাটনার পর কেন্দ্রকে কিন্তূ নিশানা করতে ছাড়েনি রাজ্যের শাসক দল। যেমন, কেন্দ্র কে নিশানা করে রাজ্যের পুরও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "যেখানে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব বিএসএফের, সেখানে সীমান্ত দিয়ে কিভাবে এই জঙ্গিরা দেশে ঢুকছে?।

১-ম পাতার পর

'দখলের কথা ভেবে ভারতের দিকে যারা তাকাবে, চোখ উপড়ে ফেলা হবে!' কট্টরপন্থীদের উদ্দেশে ববি

ফিরহাদ হাকিম। আর এর পুরো দায় চাপালেন কেন্দ্রের ঘাড়ে। 'চিকেনস নেক' কবজা করে ভারতে জাল বিস্তারের চেষ্টা বাংলাদেশি জঙ্গিদের! তথ্য পেল রাজ্য পুলিশ

ফিরহাদের কথায়, 'বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্স সীমানা রক্ষা করে। সবটা দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রের। বিএসএফ যদি অনুমতি না দেয় বা সিল করে দেয় তাহলে কোনও জঙ্গি বাংলাদেশ থেকে এখানে আসতে পারবে না। আসামে আসাম পুলিশ আর বাংলায় আমাদের পুলিশ অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে প্রশাসন তাঁরা জঙ্গি ধরেছে। দেশের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমাদের জিরো টলারেন্স। আগে আমাদের দেশ আর দেশের সুরক্ষা। সেই কাজটা বাংলার পুলিশ করবে।' ববির কথায় উঠে আসে আম্বেদকরকে নিয়ে করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষও। এক প্রকার অমিত শাহকে উপদেশ দেওয়ার সুরে তিনি জানান, 'বাবা আম্বেদকরকে তাচ্ছিল্য না করে তাঁর প্রণীত সংবিধান মেনে দেশকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করুন।'

একদিন আগেই কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'এখনই পদক্ষেপ না করলে বঙ্গের সীমান্ত জেলা মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অধিকাংশ এলাকা ওপার বাংলার অংশ বলে দাবি করবে বাংলাদেশ।' এ ব্যাপারে ফিরহাদের সাফ কথা, 'বাংলাদেশ আসলে কুয়োর ব্যাঙ। ওরা জানেই না ভারতের কতটা শক্তি রয়েছে। ভারতের পুলিশ, প্রশাসন, বাংলাদেশের এই মনস্কামনা কোনও দিন পূরণ হতে দেবে না। অধীর ওপারের কথা যা খুশি বলুন, আমাদেরদেশ শক্তিশালী, রাজ্যের পুলিশ শক্তিশালী। ভারতের প্রত্যেক ইঞ্চির দিকে সে চিন তাকাক, পাকিস্তান তাকাক বা এখনের বাংলাদেশের কেউ কেউ তাকাক, একেবারে চোখ উপড়ে ফেলে দেওয়া হবে।'

যোগচর্চাকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গীভূত করার আহ্বান জানালের প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বিশ্ব যোগ দিবসে যোগচর্চাকে প্রাত্যহিক জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ রূপে গ্রহণ করার জন্য সকলের উদ্দেশে আজ আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতির একটি শক্তিশালী মাধ্যম হল যোগচর্চা। সমাজ এবং বিশ্ব সংসারে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার এক বিশেষ দ্যোতক হল যোগচর্চা।

এ সম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"আজ বিশ্ব যোগ দিবস। যোগচর্চাকে প্রাত্যহিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ রূপে গ্রহণ করার জন্য আমি আহ্বান জানাই সকলকে। ব্যক্তি জীবনে তথা সমাজ ও বিশ্ব সংসারে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যমই হল যোগ তথা যোগচর্চা। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অ্যাপ এবং ভিডিও আমাদের প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে যোগচর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করার একটি মূল্যবান উপায় বলে আমি মনে করি।"

বাংলাদেশের হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ মিঠুনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

এই মুহূর্তে চলেছে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযান। স্বরাষ্ট্রেমন্ত্রী অমিত শাহ এক কোটি সদস্য সংগ্রহের কোটা বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু তার ধারে কাছে এখনও পৌঁছাতে পারে নি বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে মাঠে নেমেছেন মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। হুগলি সাংগঠনিক জেলার এই কর্মসূচিতে শনিবার গিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক বিষয়ে নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশে ঘটে চলা ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক অশান্তি, সংখ্যালঘু নির্যাতন। এসব নিয়ে 'মহাগুরু'র বক্তব্য, "বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের একটা আবেগ, অনুভূতি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকেরই মনে হয় সেটা আছে। কিন্তু বাংলাদেশ এরকম হয়ে যাবে, আমরা কোনওদিন ভাবিনি। আবেগের জায়গা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় খুব কষ্ট পেয়েছি।" তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের বিএনপি নেতৃত্ব ক্রমাগত হুমকি দিয়ে চলেছে ভারতকে। কখনো কলকাতা দখল আবার কখনো বাংলা, বিহার ওড়িশা দখলের কথা বলেছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনেই মিঠুন বলেন, "ভারতকে খাটো করে দেখবেন না। ডোন্ট আন্ডার এস্টিমেট ইন্ডিয়া।" তাঁর আরও বক্তব্য, "বাংলাদেশকে দেখে আমাদের শিখতে হবে। বিশেষ করে বাংলাকে শিখতে হবে। যদি আমরা সবাই মিলে একত্রিত হয়ে না লড়ি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, নিশ্চিত।" বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতির মাঝেই রাজ্যে জঙ্গি-যোগে একাধিক যুবকের গ্রেপ্তারি যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করছেন মিঠুন। তাদের প্রেক্ষাপট থেকে একটা বিষয় প্রায় স্পষ্ট, হাসিনাহীন বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তিগুলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার প্রভাবে নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিও সক্রিয়তা বাড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। তিনি এই নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

২ পাতার পর

ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কলকাতার সঙ্গে মেট্রো রেল চালানোর কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় বন্দর নৌপরিবহন ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর

আগের মত শক্তিশালী নেই। দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছিল, কিন্তু এখন তারা অনেক পিছিয়ে গেছে। মৌলবাদী কর্মকাণ্ড বাংলাদেশকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম সামরিক শক্তি এবং বৃহত্তম অর্থনীতির দিক থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তাই ভারতের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিতে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে। তবে ভারত সবসময় বাংলাদেশের বন্ধু ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যদি বাংলাদেশ আমাদের দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় তবে এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের ভাগ করতে আসে, তখন আমরা চুপ করে বসে থাকবো না"। কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের এই মন্তব্যের পর সমাজ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সমাজ মাধ্যমের বেশিরভাগ নেটিজেনরাই ভারতকে কটাক্ষ করে বলেছে " ভারত সত্যি পাগল হয়ে গেছে। তারা একদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না বলছে আবার অন্যদিকে রোগী না পেয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হয় বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে ভারত অচল হয়ে যাবে"।

পাল্টে যাবে নকশা ! হাওড়ায় তৈরী হচ্ছে আরও এক ব্রিজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হাওড়াতেই তৈরী হচ্ছে নতুন ব্রিজ। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, তবে গঙ্গার উপর বা সড়কপথে নয় বরং রেলের উদ্যোগে বেনারস ব্রিজের পাশেই তৈরী হচ্ছ আরও এক নতুন ব্রিজ। পূর্ব রেলের তরফ থেকেই এই ব্রিজ তৈরির দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। যেটা তৈরির জন্য কয়েকশো কোটি টাকা খরচ হবে। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আজকের প্রতিবেদনটি অবশ্যই শেষ অবধি পড়ুন।

হাওড়ায় তৈরী হচ্ছে নতুন ব্রিজ

সালটা ছিল ১৯৩৩ হাওড়া স্টেশনের কাছেই রেললাইনের উপর তৈরী হয় চাঁদমারি ব্রিজ। এই ব্রিজের ফলে হাওড়া ময়দান থেকে বালির দিকে জিটি রোডে যাওয়া যেত। ৯১ বছর পুরোনো এই ব্রিজটি এবার ভাঙা হবে। বদলে তৈরী হচ্ছে নতুন ব্রিজ।

কেন তৈরী করা হচ্ছে নতুন চাঁদমারি ব্রিজ?

যেমনটা জানা যাচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে ট্রেন সংখ্যা ও চাপ বাড়ার ফলে হাওড়া স্টেশনের ইয়ার্ডের কাছে রেল লাইনের সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরী অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাই নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য নতুন ব্রিজ তৈরী করতে হবে। ২০১০-১১ সালেই নাকি নতুন চাঁদমারি ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এরপর গতবছর থেকেই চালু হয় কাজ, কেবল টাইপ চার লেনের এই ব্রিজ বানাতে ২০০ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানাচেছন হাওড়ার ডিআরএম সঞ্জীব কুমার।

এরপর ৪ পাতায়

৬০ বছর বয়স থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঘোষণা সরকারের !

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সামনেই রয়েছে বিধানসভা ভোট। আর বিধানসভা ভোটের আগে বিরাট চমক দিল দিল্লির আম আদমি পার্টি। বিশেষ করে চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রে যে সরকারের তরফে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সে বিষয়ে কেউ হয়তো কল্পনাও করতে পারেননী। সরকারি হোক কিংবা বেসরকারি হাসপাতাল সেখানে গেলেই এবার সকলেই পেয়ে যেতে পারেন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা। শুনে চমকে গেলেন তো? কিন্তু এটাই সত্যি। শাসক দলের তরফে এবার নিয়ে আসা হয়েছে ওসঞ্জীবনী যোজনয়। এখন আপনিও নিশ্চয়ই ভাবছেন যে সঞ্জীবনী যোজনা ঠিক কী? এর আওতায় কিভাবে কী চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে? তাহলে বিশদে জানতে চোখ রাখুন আজকের এই প্রতিবেদনটির ওপর।

সঞ্জীবনী যোজনা কী?

আসলে এই বিশেষ যোজনাটি আনা হয়েছে দিল্লিবাসীর কথা ভেবে। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, দিল্লিতে ফের একবার ক্ষমতায় এলে আম আদমি পার্টি (আপ)ওসঞ্জীবনী যোজনয় চালু করবে। নির্বাচনের পর এই প্রকল্প চালু করা হবে। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, সঞ্জীবনী যোজনার আওতায় দিল্লির ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণদের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

কারা লাভবান হতে পারেন?

১) কেজরিওয়ালের সঞ্জীবনী যোজনায় দিল্লিতে ৬০ বছরের উর্ধ্বে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

২) ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের প্রবীণদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য সঞ্জীবনী যোজনা চালু করা হবে।

৩) এর আওতায় দিল্লির সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে প্রবীণদের চিকিৎসা করা হবে।

৪) চিকিৎসার সময় খরচের কোনও সীমা থাকবে না।

৫) পুরো খরচ বহন করবে দিল্লি সরকার।

৬) মানুষকে রেজিস্ট্রেশন করতে কোথাও যেতে হবে না, আপ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই রেজিস্ট্রেশন করবেন।

কবে থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া?

এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন যে কবে থেকে শুরু হবে এই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া? জানা গিয়েছে, ২৩ ডিসেম্বর সোমবার থেকে সঞ্জীবনী যোজনার রেজিস্ট্রেশন শুরু হতে চলেছে। আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজ এ ঘোষণা করেছেন। এর জন্য আপ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলা ও বয়স্কদের নাম নথিভুক্ত করবেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩৪৫ সংখ্যা ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ সোমবার ০৭ পৌষ, ১৪৩১

কুয়েত সফরের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কুয়েতের আমীর আল-আহমেদ আল-জাবের আল-সভার আমন্ত্রণে আমি আজ দু-দিনের কুয়েত সফরে রওনা হচ্ছি।

কুয়েতের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে আমরা বিশেষভাবে মূল্য দিই। কারণ, বহু প্রজন্ম ধরেই গড়ে উঠেছে আমাদের এই সম্পর্ক। আমরা শুধুমাত্র এই দেশের বাণিজ্য ও জ্বালানি ক্ষেত্রেরই অংশীদার নই, একইসঙ্গে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির বাতাবরণ গড়ে তুলতেও আমরা সমান আগ্রহী। কুয়েতের মহামান্য আমীর, যুবরাজ এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। আমাদের দু-দেশের তথা সমগ্র অঞ্চলের কল্যাণে ভবিষ্যতের উপযোগী অংশীদারিত্বের একটি রোড ম্যাপ তৈরি করার সুযোগ এর মধ্য দিয়ে প্রসারিত হবে বলেই আমার ধারণা। কুয়েতের প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হওয়ার জন্য আমি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি। কারণ তাঁরা দু-দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করেছেন।

আরবিয়ান গাল্ফ কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কুয়েতের নেতৃবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গাল্ফ অঞ্চলে এটি হল এক অন্যতম প্রধান ক্রীড়া উৎসব। এই উৎসবে ক্রীড়া নৈপুন্য প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি বিশেষভাবে আগ্রহী। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে ঐক্যের মানসিকতা গড়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। আমি স্থির প্রত্যয়ী যে আমার এই সফরসুচী ভারত ও কুয়েতের জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক ও বন্ধনকে আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করবে।

সম্পাদকীয়

বাড়ি তৈরির কাজে দূরে থাকতে প্রভাবশালীদের নির্দেশ নবান্নের

বাড়ি নিজেই তৈরি করানোর ব্যবস্থা করুন উপভোক্তাচাইছে নবান্ন। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, সেই মর্মে নজরদারির নির্দেশ জেলা প্রশাসনগুলিকে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রশাসন মনে করছে, একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষ যে হেতু বাড়ি তৈরির টাকা পেতে শুরু করেছেন, তাই এলাকাভিত্তিক ভাবে একাধিক উপভোক্তাকে একত্র করে টাকার বিনিময়ে তাঁদের বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন সেই এলাকার 'প্রভাবশালীরা'।পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঘোষণা মতো প্রথম কিস্তির টাকা উপভোক্তাদের দিচ্ছেন। সরকার চায় সুষ্ঠু ভাবে কাজটা হোক। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে পুরো কাজটা হবে। সেই নির্দেশই জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে।'

সেই প্রবণতা ঠেকাতেই জেলা প্রশাসনগুলিকে তৎপর থাকার নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। নির্মাণ সরঞ্জামের জোগান স্বাভাবিক থাকছে কি না, সে ব্যাপারেও নজরদারির দায়িত্ব জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে।প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, 'রাজনৈতিক প্রভাব থেকে আবাসের গোটা প্রক্রিয়াটিকে মুক্ত রাখার বার্তা শুরু থেকে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই কারণে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, এসডিও এবং বিডিওদের উপর দায়িত্ব ছাড়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনগুলির উদ্দেশে এলাকার প্রভাবশালীদের ঠেকানোর এই মৌখিক বার্তাও নবতম সংযোজন।' পর্যবেক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, অতীতে আবাস বা একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পে রাজনৈতিক প্রভাব পড়ার অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি। এই দুই প্রকল্পে কেন্দ্রের বরাদ্দ বন্ধ রাখার নেপথ্যে সেই সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগও অন্যতম একটি কারণ ছিল। পরে অবশ্য যা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য। এ বার আবাসের বরাদ্দ নিজেরাই দিচ্ছে রাজ্য। ফলে শুরু থেকে আরও সতর্ক থাকার বার্তা পাওয়া যাচ্ছে।মঙ্গলবারই আবাস উপভোক্তাদের ১১ লক্ষ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আরও এক লক্ষ-মোট ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে আবাসের প্রথম কিস্তির বরাদ্দ দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দফায় দফায় অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কাজ চলছে জেলায় জেলায়। প্রশাসনিক কর্তাদের অনেকেই মনে করছেন, এত মানুষ একসঙ্গে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলে ইট-বালি-সিমেন্ট ইত্যাদির চাহিদা তুঙ্গে উঠবে। চাহিদা বাড়বে বাড়ি তৈরির মিস্ত্রিরও। এই অবস্থায় সেই সবের জোগানে ঘাটতি দেখা দিলে সমস্যায় পড়বেন মানুষ। দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ পেতে প্রথম কিস্তির টাকায় বাড়ি তৈরির কাজ চলছে, সেই প্রমাণ রাখতে হবে। এই জায়গাতেই সুযোগ নিতে পারেন এলাকার 'প্রভাবশালীরা'। মিস্ত্রি থেকে সরঞ্জাম, সব জোগানের দায়িত্ব নিয়ে অর্থের বিনিময়ে বাড়ি তৈরি করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব তাঁরা দিতে পারেন উপভোক্তাদের। সেই প্রবণতা সফল হলে তা ঘিরেও নতুন বিতর্ক হতে পারে। তাই শুরুতেই নিজের বাড়ি উপভোক্তা যাতে নিজেই তৈরির ব্যবস্থা করেন, সেই বার্তা দিতে চাইছে প্রশাসন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রাতঃকালে মা লক্ষ্মীর নিম্নলিখিত নাম উচ্চারনে দারিদ্রতা নিবারণ হয়ঃ-

লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ কমলা বিদ্যা মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
পদ্মালয়া পদ্মহস্তা পদ্মাক্ষী পদ্মসুন্দরী।।
ভূতানামীশ্বরী নিত্যা মতা সত্যাগতা শুভা।।
বিষ্ণুপত্নী মহাদেবী ক্ষীরোদতনয়া ক্ষমা।।
অনন্তলোকলাভা চ ভূলীলা চ সুখপ্রদা।
রুক্মিনী চ তথা সীতা মা বৈ বেদবতী শুভা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রিশতম পর্ব)

সর্বসত্ত্বশঙ্করী, অর্থাৎ তাঁর সর্বপ্রাধান্যের সূচনা ঘটেছে বলতে পারি।এই চামুণ্ডার সঙ্গে গুপ্তোত্তর যুগে বা মধ্যযুগের গোড়ার দিকে কালীর অভিন্নতা কল্পনা ঘটেছে, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন (৪৯)।

বজ্রযানে বারংবার দলবদ্ধভাবে দেবতা ও সঙ্গীরা আবির্ভূত হন। ডাকিনী-যোগিনীরা প্রাচীন মাতৃগণের স্মৃতি বহন করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে মাতৃগণ অত্যন্ত প্রাচীন, এবং মহাভারতে প্রথম তাঁদের নথিবদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়, স্কন্দের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই মাতৃগণের অবতারণা ঘটেছে। আমি জে-ইউন শিনের বই থেকে মহাভারতের

শল্যপর্বের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ "Of charming and delightful features, they are beautiful like apsaras. In voice, they resembled the kokila and in prosperity, they resembled the Lord of Treasures. In battle, their energ resembled that of Śakra. In splendor, they resembled fire. In battle, they always inspired their foes with terror. Capable of assuming any form at will, in fleetness they resembled the wind. Of inconceivable might and energy, their prowess also was inconceivable. They have their abode on trees, open spots and crossings of four roads. They live also in caves, crematoriums, mountains and springs. Adorned in diverse kinds of ornaments, they wear diverse kinds of attire and speak diverse languages"। শিন লক্ষ্য করেছেন যে একপ্রকার দ্বিত্ব হচ্ছে মাতৃগণের সংজ্ঞার প্রথম শর্তঃ তাঁরা আনন্দময়ী এবং ভয়ঙ্করী। দ্বিতীয়ত, তাঁরা অবৈদিক ঐতিহ্যে সংশ্লিষ্ট ("association with Non-Vedic traditions") (৫৭)। মাতৃগণের সৌম্য ও সশস্ত্র, প্রাণঘাতী ও প্রসন্ন রূপের সহাবস্থান থেকে বুঝতে পারি, ভয়াল কালীর সৌম্যরূপের অত্যন্ত সুপ্রাচীন ট্র্যাডিশন, এ কোনও অর্বাচীন ঘটনা নয়।

এবং রামপ্রসাদের ওপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রভাব যদ্যপি অনস্বীকার্য, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে কালীপুজোর উত্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সহজ শাক্ত আন্দোলন একান্তভাবে শাক্ত ঐতিহ্যে সুসম্পৃক্ত থেকেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মন্দিরে ভক্তের আইফোন পড়ে গেলো দানবাক্সে, ফেরত দিতে অস্বীকৃতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতে হাত ফসকে মন্দিরের দানবাক্সে পড়ে গিয়েছিল এক ভক্তের আইফোন। আইফোন ফিরে পেতে সঙ্গে সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটে যান দীনেশ নামে ওই ব্যক্তি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আইফোনটি দেবোত্তর সম্পত্তি বলে তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তামিলনাড়ুর থিরুপরুরের আরুলমিগু কান্দাস্বামী মন্দিরে এমন ঘটনা ঘটেছে। পরে ওই ব্যক্তির কাকতি-মিনতিতেও কাজ হয়নি।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়, তামিলনাড়ুর এক মন্দিরের এই ঘটনায় হইচই পড়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এতে বলা হয়, মন্দিরে ভগবানের দর্শনে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। দিতে গিয়েছিলেন প্রণামি। সে সময় অসাবধানতায় ওই ব্যক্তির আইফোন পড়ে যায় দানবাক্সে। স্বভাবতই মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ফোন ফেরত চান ওই ব্যক্তি। কিন্তু তখন ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, প্রণামি বাক্সে যখন ফোন পড়ে গেছে, তখন তা মন্দিরেরই সম্পত্তি।

জানা গেছে, গত মাসে দীনেশ তার পরিবার নিয়ে ওই মন্দিরে যান। কিন্তু প্রণামি দিতে গিয়েই ঘটে এই বিপত্তি। তখন তাকে জানানো হয়, এই বাক্স দুই মাসে একবার খোলা হয়। এখন আর কোনোভাবেই এটা খোলা যাবে না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যান দীনেশ। অপেক্ষা করেন বাক্সটি খোলার।

পরবর্তীতে বাক্স খোলার দিন মন্দিরে যান দীনেশ। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আজব দাবি করে জানান, মোবাইল এখন ভগবানের হয়ে গেছে। তাই সেটি আর ফেরত দেয়া যাবে না। এ নিয়ে তর্কও হয়। কিন্তু নিজেদের সিদ্ধান্তেই অটল থাকে মন্দির কর্তৃপক্ষ। দীনেশ ফের অনুরোধ করায় তারা জানায়, গুরুত্বপূর্ণ নথির জন্য তিনি চাইলে সিম কার্ড বের করে নিতে পারেন। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে মন্দিরের নির্বাহী অফিসার বলেন, তার আইফোনটি দানবাক্সের মধ্যে পড়েছে আমরা নিশ্চিত নই। কারণ দানবাক্সটি লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা। কর্নাটকের মন্ত্রী পি কে শেকর বাবু জানান, মন্দিরের দানবাক্সে যা কিছু দেয়া হয়, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা দুর্ঘটনাবশত, তা দেবতার সম্পত্তি হয়ে যায়। তিনি ব্যাখ্যা করেন, মন্দিরের রীতি অনুযায়ী, দানবাক্সে দেয়া কোনো জিনিস ফেরত দেয়ার নিয়ম নেই। তবে, আমি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং ভক্তের জন্য ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা খুঁজব।

এর আগে কেরালার আলাপ্পুঝার এক ভক্ত ভুলবশত ১.৭৫ কেজি ওজনের একটি সোনার চেইন পলানির শ্রী ধণ্ডায়ুধপানি স্বামী মন্দিরের দানবাক্সে ফেলে দেন। টুলসির মালা সরানোর সময় চেইনটি দানবাক্সে পড়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে, ভক্তের আর্থিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে এবং সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বিষয়টি নিশ্চিত করার পর মন্দিরের বোর্ডের চেয়ারম্যান ব্যক্তিগত খরচে একই মূল্যের একটি নতুন সোনার চেইন কিনে তাকে ফেরত দেন।

আর জি কর কাণ্ডে আবারো উত্তাল কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ফের উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যটির রাজধানী কলকাতা।

আন্দোলনকারীদের দাবি, হত্যাকাণ্ডের তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা হয়েছে, আগে তা উদ্ধার করতে হবে। দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে (সিবিআই) সম্পূরক চার্জশিট দিতে হবে।

এসব দাবিতে গত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে কলকাতার কেন্দ্রস্থল ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স্। ধর্মঘটে 'অভয়া মঞ্চ' ও কলকাতার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনও শামিল হয়েছে।

কলকাতার পুলিশ এখানে অবস্থান ধর্মঘটে বসার অনুমতি না দিলে চিকিৎসকেরা হাইকোর্টে গিয়ে অনুমতি

নিয়ে আসেন। দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

এর আগে চিকিৎসকেরা গত ৫ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত ডোরিনা ক্রসিংয়ে অবস্থান ধর্মঘটে বসেছিলেন। নারী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর ১০০ দিন কেটে গেলেও সম্পূরক চার্জশিট দেয়নি সিবিআই।

এই সুযোগে আর-জি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ জামিন পেয়ে যান। তবে দুর্নীতির অন্য মামলা থাকায় তিনি এখনো কারাগার থেকে বের হতে পারেনি।

এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বা সম্পূরক চার্জশিট দেওয়ার দাবিতে নতুন করে অবস্থান ধর্মঘটে বসেছেন চিকিৎসকেরা। তবে নারী চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সিবিআই সঞ্জয় রায় নামের একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছে। এতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি চিকিৎসকেরা।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, এই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সিবিআইকে নেপথ্যের দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সম্পূরক চার্জশিট দিতে হবে।

ওই নারী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে তার সহকর্মীরা টানা ১৭ দিন আমরণ অনশনও করেছিলেন। গত ৯ আগস্ট আর জি করের ওই নারী চিকিৎসক রাতে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করার সময় ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হন।

৩ পাতার পর

পাল্টে যাবে নকশা ! হাওড়ায় তৈরী হচ্ছে আরও এক ব্রিজ

কবে তৈরী হবে নতুন ব্রিজ?

ব্রিজের কাজ কত দিনে শেষ হবে এই প্রশ্নের উত্তরে জানা যাচ্ছে, আগামী বছর ডিসেম্বর অর্থাৎ ২০২৫ সালের শেষের দিকেই ব্রিজ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। ব্রীজ তৈরির কাজ শেষ হলেই প্ল্যাটফর্ম বাড়ানোর কাজ শুরু করা হবে। ফলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার থেকেই বেড়ে ১৩৪ হয়ে যাবে। তাছাড়া নতুন ব্রিজের ফলে যাতায়াতেরও সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সিনেমার খবর

বাংলায় ভাষান্তর করা 'পুষ্পা ২' মুক্তি ওটিটিতে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

'পুষ্পা ২: দ্য রুল' মুক্তির আগে বেশ জোরেশোরে প্রচারণা ছিল সিনেমাটি তেলুগুর পাশাপাশি আরও কয়েকটি ভাষায় মুক্তি দেওয়া হবে। তালিকায় ছিল বাংলা ভাষাও। সিনেমায় বাংলা ভাষায় প্রচারিত গান ও ট্রেইলার বেশ সাড়া ফেলে, কিন্তু বাংলায় মুক্তি পায়নি দক্ষিণী সুপারস্টার আল্লু অর্জুনের এই সিনেমা। তবে নির্মাতারা জানিয়েছেন, ওটিটিতে মুক্তি পাবে বাংলায় ভাষান্তর করা 'পুষ্পা ২'।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার লিখেছে, নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় 'পুষ্পা ২'র ডাবিংয়ের কাজ শুরু হয়। দিন রাত এক করে কাজ এগিয়ে নেন অভিনয় শিল্পীরা। কারণ তাদের হাতে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমে হায়দরাবাদের একটি সংস্থার অধীনে ডাবিংয়ের কাজ শুরু হলেও পরে দায়িত্ব দেওয়া হয় পশ্চিববঙ্গের কবি ও গীতিকার-সুরকার শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি বাংলায় 'পুষ্পা ২'

র চিত্রনাট্যের পাশাপাশি গান লিখেছেন। বাংলায় সিনেমাটির মুক্তি না পাওয়ার কারণ জানতে শ্রীজাতের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

পশ্চিমবঙ্গে 'পুষ্পা ২'-এর পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন বাবলু দামানি। সিনেমাটি কেন বাংলা ভাষায় মুক্তি পেল না, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট কারণ তার জানা নেই। বাবলু বলেন, "এই সিনেমার ব্যবসা ভালো হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় কেন মুক্তি পায়নি, তা নিয়ে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। এটা নির্মাতারাই ভালো বলতে পারবেন।'

পরিশ্রম করেও সুফল না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাবিং শিল্পীরা। আল্লু অর্জুনের কণ্ঠের জন্য নির্বাচন করা হয় শুভায়ন রায়কে। কলকাতায় ডাবিং শিল্পী হিসেবে প্রায় ১০ বছরের অভিজ্ঞতা তার। শুভায়ন বলেন, "প্রায় দিন রাত কাজ করে আমরা ডাবিং শেষ করেছিলাম। এমনকি কোনও সংশোধন এলে, সেটাও আমাদের দ্রুত করে দিতে হত।'

এই সিনেমাটি হলে এসেছে গত ৫ ডিসেম্বর। শুভায়ন জানিয়েছেন মুক্তির দুইদিন আগে অর্থাৎ ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পর্যন্ত তাদের কাজ করতে হয়েছে। হঠাৎ করে তাদের কাছে খবর আসে 'পুষ্পা ২' বাংলায় মুক্তি পাচ্ছে না। আক্ষেপ করে শুভায়ন বলেন, "এ রকম বড় মাপের একটা সিনেমা বাংলা ভাষার মুক্তি পেলে অনেকগুলো দরজা খুলে যেতে পারত। অন্তত কলকাতায় একটা শোও যদি দেওয়া হত, তা হলে ডাবিং শিল্পীদেরও একটা পরিচিতি তৈরি হত।"

রাশ্মিকা মানদানার চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন দেবশ্রী মুখোপাধ্যায়। দেবশ্রী বলেন, "ডাবিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কেউই ভাবেন না। পায়ের নীচে জমি শক্ত নয় বলে, আমরা প্রতিবাদও করতে পারি না! আমরা তো সিনেমাটি সব জায়াগায় একই দিনে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা মাথায় রেখেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম। ওটিটিতেই যদি বাংলার প্রয়োজন হয়, তা হলে তো পরেও ডাবিং করানো যেত। এতটা তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না।"

লাপাতা লেডিস অস্কার জিতলে ভারতীয়রা আনন্দে পাগল হয়ে যাবে : আমির

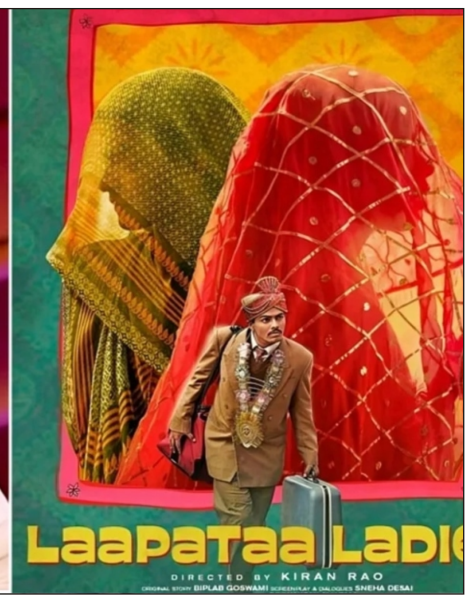

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

অস্কারের এ বছর ভারতের অফিসিয়াল এন্ট্রি 'লাপাতা লেডিস'। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আমির খানের সাবেক স্ত্রী কিরণ রাও। আর প্রযোজনা করেছেন আমির খান। মুক্তির পর প্রশংসা কুড়ানোর পাশাপাশি খুব ভালো আয় করছিল সিনেমাটি।

তারই ফলস্বরূপ অস্কারে পাঠানো হয়েছে সিনেমাটিকে। আর সিনেমাটির অস্কার জয়েও প্রচণ্ড আশাবাদী আমির খান। তার মতে, 'লাপাতা লেডিস' অস্কার জিতলে ভারতের মানুষ আনন্দে পাগল হয়ে যাবে।

সম্প্রতি বিবিসি নিউজ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের হয়ে অস্কার জয়ে লাপাতা লেডিসের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন আমির খান। অভিনেতা বলেন, 'লাপাতা লেডিস অস্কার জিতলে আমার তো মনে হয় ভারতীয়রা আনন্দে পাগল হয়ে যাবে। কারণ আমাদের দেশে এমনিতেই লোক সিনেমাপ্রেমী। আমরা মরিয়া কবে ভারতীয় কোনো সিনেমা অস্কার জিতবে। কারণ এখন পর্যন্ত তা হয়নি। তাই আমরা জিতলে ওরা পাগল হয়ে যাবে। তাই দেশের মানুষদের এই আনন্দের কথা ভেবেও আমরা জিততে চাই।'

ভারতের ইতিহাসে মাত্র তিনটি সিনেমা, 'মাদার ইন্ডিয়া', 'সালাম বোম্বে' ও 'লাগান' অস্কারের আন্তর্জাতিক ফিচার বিভাগে মনোনীত হয়। তবে কেউই অস্কার জিততে পারেনি। সম্প্রতি, রাজামৌলির 'আরআরআর' সেরা মৌলিক গানের জন্য অস্কার জিতেছে এবং 'এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স' সেরা ডকুমেন্টারির অস্কার জিতেছে। 'রাইটিং উইথ ফায়ার অ্যান্ড অল দ্যাট ব্রিদস' সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে। এখনওলাপাতা লেডিস্র-এর কাছে দর্শকদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। ২০২৫ সালের অস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা করা হবে আজ।

সালমান খান ভক্তদের জন্য সুখবর

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

গেল ঈদে সালমানের কোনো ছবি না থাকাটা যন্ত্রণারই ছিল ভক্তদের কাছে। তাই এসবের মাঝেই চলে এলো এক সুখবর। বলিউড সুপারস্টার সালমান খান তার আসন্ন ছবি 'সিকান্দর'-এর প্রথম ঝলক নিয়ে আসছেন তার জন্মদিনে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, আগামী ২৭ ডিসেম্বর সালমানের ৫৯তম জন্মদিনে প্রকাশ পাবে সিনেমাটির টিজার। এটি পরিচালনা করেছেন এআর মুরুগাদোস এবং প্রযোজনায় রয়েছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা। ছবিটির মুক্তি পেতে চলেছে ২০২৫ সালের ঈদে।

সূত্রের খবর, সালমান খানের জন্মদিনকে ঘিরে বিশেষ একটি টিজার তৈরি করা হয়েছে, যা বর্তমানে এডিটিংয়ের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এই টিজারে দর্শকরা পাবেন প্রতিবারের মতোই সালমানের রোমাঞ্চকর অ্যাকশন। এক প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, সালমানের জন্মদিনে টিজার প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি কবে মুক্তি পাবে, তারও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে।

'সিকান্দর' ছবিটিকে ঘিরে বলিউডে ইতোমধ্যেই বড় প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরাও। ছবিতে সালমান খানের নতুন লুক দেখার জন্য টিজারই যথেষ্ট। শোনা যাচ্ছে, সালমান খানের বিপরীতে এ ছবিতে দেখা যাবে দক্ষিণী অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে। ফলে আসল ধামাকা দেখা যাবে ছবি মুক্তিতে। নির্মাতাদের মতে, সিনেমাটি একটি অ্যাকশন ও বিনোদনে ভরপুর ভিজ্যুয়াল ট্রিট ছবি হতে চলেছে। ফলে সালমান যে ঈদে বড়সড় উপহার নিয়ে হাজির হচ্ছে, তা বলাই যায়।

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন কৃতি?

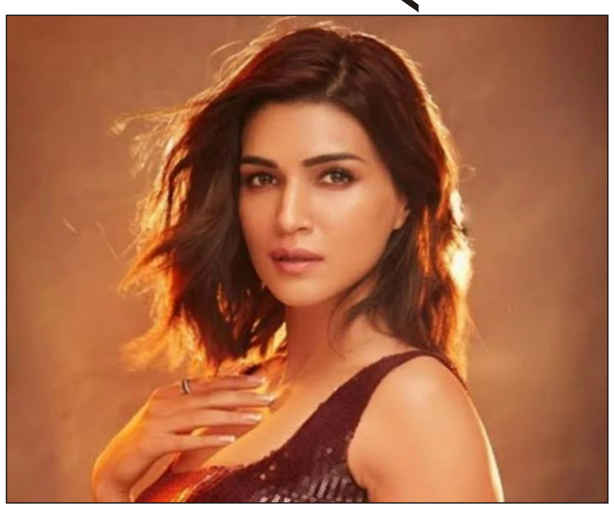

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

২০২৫ সালে বলিউডের কোন কোন তারকা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন তা নিয়ে এখন থেকেই নেটিজেনদের মাঝে চলছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। সেই তালিকায় অন্যতম কৃতি শ্যাননন। বহুদিন ধরেই তাকে নিয়ে শোনা যাচ্ছে নানা গুঞ্জন। ব্যবসায়ী কবীর বাহিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানেও দেখা গিয়েছিল তাকে।

ভাইরাল হওয়া ছবিতে কৃতিকে একটি গাঢ় গোলাপি রঙের শাড়িতে কবীরের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দেখা গেছে। যে পোস্টে তাদের সম্পর্ক নিয়েও চলেছে নানা আলোচনা। ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে অনেকেরই মতে, ২০২৫ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তারা।

ভিডিও দেখা গেছে, কৃতিকে অতিথিদের সঙ্গে সময় কাটাতে। মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন অভিনেত্রী। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে এমএস ধোনিও উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, অনেক বছর থেকে কৃতি তার প্রেম জীবনকে গোপন রেখেছিলেন। তাদের নেটদুনিয়ায় মাঝেমধ্যেই দেখা গেলেও কখনোই বিয়ে বা ডেটিংয়ের গুঞ্জন নিয়ে কথা বলেননি।

মালাইকার যে কাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তার মা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন

বয়স কেবল সংখ্যা মাত্র। বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী মালাইকা অরোরা সম্ভবত এই প্রবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তার ক্ষেত্রে বয়স যেন পিছনের দিকে হাঁটে। ৫০ বছর বয়সেও যে সৌন্দর্যে কোনও ভাটা পড়ে না, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন মালাইকা। শরীরচর্চা, কঠিন ডায়েটে লাবণ্য ও লাস্য ধরে রেখেছেন অভিনেত্রী। অল্প বয়স থেকেই সৌন্দর্যের পূজারী অভিনেত্রী। এর জন্য নাকি বেশ সমস্যাও পড়তে হয়েছিল তাকে।

এক সময় কলেজ থেকে একের পর এক নালিশ আসতো মালাইকার নামে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন মডেল তথা অভিনেত্রীর মা। মুম্বাইয়ের জয় হিন্দ কলেজে পড়তেন মালাইকা। কিন্তু তিনি নাকি কলেজই যেতেন না। কলেজে যথেষ্ট উপস্থিতি না থাকায় ফোন আসতো তার মায়ের কাছে। সম্প্রতি নিজেই এক সাক্ষাৎকারে এসব জানিয়েছেন মালাইকা।

কলেজে পড়তে পড়তেই মডেলিং শুরু করেছিলেন অভিনেত্রী। তাই পড়াশোনা ও মডেলিং একসঙ্গে বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছিল তার কাছে। ফলস্বরূপ অধিকাংশ দিনই কলেজে অনুপস্থিত থাকতেন তিনি। তিনি বলেছেন, "পরিস্থিতি খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল আমার জন্য। কারণ, মায়ের কাছে কলেজ থেকে বারবার ফোন আসতো। আমি বেশির ভাগ দিনই কলেজে গিয়ে উঠতে পারতাম না। এই নিয়েই মায়ের কাছে নালিশ আসতো।"

বিজ্ঞাপনী চিত্র থেকে মডেলিংয়ের কাজ শুরু করেছিলেন মালাইকা। বারবার কলেজ থেকে নালিশ আসতে থাকায় মাকে সত্যি কথা বলতে বাধ্য হন অভিনেত্রী। তিনি জানান, মডেলিংই মন দিয়ে করতে চান তিনি। এটাই তার স্বপ্ন। সাক্ষাৎকারে মালাইকাকে প্রশ্ন করা হয়, সেই সময় স্বাধীনতা না কি খ্যাতি কোন দিকে ছুটছিলেন তিনি? উত্তরে তিনি স্পষ্ট জানান, স্বাধীনতাই চাইতেন তিনি।

১১ বছর বয়সে মালাইকার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাই সেই সময় একাকী মায়ের পাশে দাঁড়ানো ও দায়িত্ব নেওয়াও তার লক্ষ্য ছিল।

১৭ বছর পর ফিফার বর্ষসেরা একাদশে নেই মেসি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সন্দেহাতীতভাবেই ছিলেন ফুটবলের সেরা তারকাদের অন্যতম। ফিফার বর্ষসেরা একাদশে তাই লিওনেল মেসির জায়াগা যেন অনেকটা নিয়মই ছিল।তবে সেই নিয়ম এবার ভাঙল।১৭ বছর পর ফিফা বর্ষসেরা একাদশে নেই এই আর্জেন্টাইন মহাতারকার নাম।

২০০৭ সালে থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ১৭ বছর একাদশে মেসির নামটা ধ্রুবক হয়ে থাকলেও এবার ফিফপ্রোর বর্ষসেরা বিশ্ব একাদশে জায়গা হয়নি রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীর।

সেরা একাদশে নেই মেসির 'চির প্রতিদ্বন্দ্বী' ক্রিশ্চিয়ানো রোনারদোও। অবশ্য মেসি ও রোনালদো ২৬ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকায় নির্বাচিত হয়েই শিরোনাম হয়েছিলেন সপ্তাহখানেক আগে। ইউরোপের বাইরের লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে শুধু মেসি-রোনালদোই জায়গা পেয়েছিলেন সংক্ষিপ্ত তালিকায়।

১৭ ডিসেম্বর রাতে প্রকাশিত পেশাদার ফুটবলারদের বৈশ্বিক সংগঠন ফিফপ্রোর বর্ষসেরা একাদশে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড়দেরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য। চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রিয়ালের ৬ জন ও টানা চতুর্থবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতা ম্যানচেস্টার সিটির খেলোয়াড় আছেন ৪ জন। একাদশে জায়গা পাওয়া অন্য খেলোয়াড়টি লিভারপুলের ভার্জিল ফন ডাইক।

ছেলেদের একাদশের মতো আজ মেয়েদের বর্ষসেরা একাদশও ঘোষণা করেছে ফিফপ্রো।

ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে বর্ষসেরা একাদশ নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন বিশ্বের ৭০টি দেশের ২৮ হাজারের বেশি পেশাদার ফুটবলার। ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই পর্যন্ত যারা অন্তত ৩০টি ম্যাচ খেলেছেন তারাই বিবেচিত হয়েছেন সেরা একাদশের এই নির্বাচনে।

বর্ষসেরা পুরুষ দল : এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, দানি কারভাহাল, রুবেন দিয়াস, আন্তোনিও রুডিগার, উইলিয়াম সালিবা, জুড বেলিংহাম, রদ্রি, টনি ক্রুস, লামিনে ইয়ামাল, আর্লিং হলান্ড, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

একনজরে

দেখে নিন ফিফা বর্ষসেরা পুরস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

কাতারের দোহায় মঙ্গলবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে অনলাইনে ফিফার বর্ষসেরাদের নাম ঘোষণা করা হয়। রদ্রিকে পেছনে ফেলে এবার ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতেছেন ভিনিনিয়ুস জুনিয়র। বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড় হয়েছেন স্পেনের আইতানা বোনমাতি। গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলার এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়:
ভিনিসিয়ুস জুনিয়র । রিয়াল মাদ্রিদ, ব্রাজিল

বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়:
আইতানা বোনমাতি । বার্সেলোনা, স্পেন

বর্ষসেরা পুরুষ গোলকিপার:
এমিলিয়ানো মার্টিনেজ । অ্যাস্টন ভিলা, আর্জেন্টিনা

বর্ষসেরা নারী গোলকিপার:
আলিসা নেহের । শিকাগো রেড স্টারস, যুক্তরাষ্ট্র

বর্ষসেরা নারী কোচ:
এমা হেইস । চেলসি ও যুক্তরাষ্ট্র

বর্ষসেরা পুরুষ কোচ:
কার্লো আনচেলত্তি । রিয়াল মাদ্রিদ

ফিফা মার্তা পুরস্কার (মহিলা ফুটবলে সেরা গোল):
মার্তা ।ব্রাজিল বনাম জামাইকা

সেরা পুরুষ গোল (পুসকাস পুরস্কার):
আলেহান্দ্রো গারনাচো । এভারটন বনাম ম্যান ইউ

পুরুষ একাদশ:
গোলকিপার: দিবু মার্তিনেস
ডিফেন্ডার: দানি কারভাহাল - আন্তোনিও রুডিগার - রুবেন দিয়াস - উইলিয়াম সালিবা
মিডফিল্ডার: জুড বেলিংহাম - টনি ক্রুস - রদ্রি
আক্রমণাত্মক: লামিনে ইয়ামাল - আর্লিং হালান্ড - ভিনি জুনিয়র

নারী একাদশ:
গোলকিপার: নেহের
ডিফেন্ডার: ব্যাটল - পারেদেস - গিরমা - ব্রনজ
মিডফিল্ডার: আইতানা - হোরান - গুজিয়ারো - পোরটিলহো
আক্রমণাত্মক: পারাল্লুয়েলো - হানসেন

ফিফা ফেয়ার প্লে পুরস্কার:
থিয়াগো মাইয়া । ইন্টারন্যাসিওনাল

ফিফা ফ্যান পুরস্কার:
গুইলহেরমে গন্দ্রা মৌরা।

আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার লুকমান

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ইতালিয়ান সিরি'আ তে আটালান্টার হয়ে দুর্দান্ত খেলছেন নাইজেরিয়ার ফুটবলার আদেমোলো লুকমান। ক'দিন আগে ব্যালন ডি'অরের মঞ্চেও আফ্রিকান খেলোয়াড়দের মাঝে সবার উপরে ছিলো তার নামটাই। আর নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড লুকমানের হাতেই উঠলো এবার আফ্রিকার বর্ষসেরার পুরস্কার।

সোমবার কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২৭ বছর বয়সী লুকমানকে বর্ষসেরা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মরক্কোর আশরাফ হাকিমি, গিনির সেরহু গুইরাসি, কোত দি ভোয়ার সাইমন আদিনগ্রা ও দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক রনওয়েন উইলিয়ামসকে পেছনে ফেলেন তিনি।

লন্ডনে জন্ম নেওয়া লুকমান ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব এভারটন, ফুলহ্যাম ও লেস্টার সিটির হয়ে খেলে ২০২২ সালে যোগ দেন ইতালিয়ান ক্লাব আটলান্টায়। গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সেরি আর দলটির হয়ে ১৭ গোল করেন তিনি। চলতি মৌসুমে তো এরই মধ্যে করে ফেলেছেন ১১ গোল।

গত মে মাসে জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার লেভারকুজেনকে হারিয়ে ইউরোপা লিগ জেতে আটলান্টা। ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেন লুকমান।

নাইজেরিয়ার আফ্রিকা কাপ অব নেশন্সের ফাইনালে ওঠার পথেও বড় অবদান রাখেন লুকমান। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে কোত দি ভোয়ার বিপক্ষে হেরে যায় তার দল। ওই টুর্নামেন্টে ৩ গোল করেন তিনি।

আফ্রিকার বর্ষসেরা পুরস্কার জেতা ষষ্ঠ নাইজেরিয়ান লুকমান। গত বছর স্বীকৃতিটি পেয়েছিলেন ভিক্টর ওসিমন। সর্বোচ্চ দুইবার এই সম্মাননা পান নওয়ানকো কানু। একবার করে পুরস্কারটি ওঠে ইমানুয়েল আমুনিকে, ভিক্টর ইকেপেবা ও রাশিদি ইয়েকিনির হাতে।

জাতীয় দলের কোচ এবং অধিনায়কদের নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল এই পুরস্কারের জন্য ভোট দেয়। তবে ভোটের হিসাব তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

জাম্বিয়ার ২৪ বছর বয়সী বারব্রা বান্দা জিতেছেন আফ্রিকার বর্ষসেরা নারী ফুটবলারের পুরস্কার।

ক্রিকেটই ছেড়ে দিলেন সাউদি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ভালো লেংথে ভালো উচ্চতা নেমে আসা একটি বল। ভালো গতির সেই বল ব্যাটসম্যান ডানহাতি হলে বেশির ভাগ সময়ই সুইং করে বেরিয়ে যাবে। ব্যাটসম্যানকে বোকা বানাতে কখনো কখনো ভেতরেও ঢুকবে। এই দৃশ্য দেখা গেছে দীর্ঘ ১৭ বছর। যেটির সারাংশ লুকিয়ে এই সংখ্যাগুলোতে- ৯৪ ম্যাচ, ৩৪,৩১৮ বল, ৭৭৬ আন্তর্জাতিক উইকেট। গতকাল যেটিতে পর্দা নেমে এল। তার আগে দেড় দশকের বেশি সময় ধরে মঞ্চস্থ হওয়া আংশিক সাদা এবং রঙিন এই 'সিনেমা'র নাম দেওয়া যেতে পারে- 'সুইং ইট লাইক সাউদি'!

টেস্ট ক্রিকেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন আগেই। কিন্তু গতকাল জানা গেল, শুধু সাদা নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রঙিন মঞ্চ থেকেও সরে দাঁড়াচ্ছেন টিম সাউদি। হ্যামিল্টনের সেডন পার্কে সাউদির বিদায়ের মঞ্চও দারুণভাবে সাজিয়েছে নিউজিল্যান্ড। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪২৩ রানের জয়। রানের হিসাবে নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। ছয় বছর আগে ক্রাইস্টচার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে একই ব্যবধানে জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছিলেন সাউদি। এবার বিদায়ী মঞ্চে ওসবের দরকার পড়েনি। চার দিনে শেষ হওয়া এই টেস্টে তিনি এমনিতেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

টেস্ট শুরুর দিনই গার্ড অব অনার দিয়েছে ইংল্যান্ড দল। এদিন ম্যাচ শেষে বিদায়ী সংবর্ধনা শুরুর আগে যা দিয়েছে দুই দল মিলেই। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এর আগে কখনো এত রানে হারেনি ইংল্যান্ড, আবার ২০০৭-২০০৮ মৌসুমে সাউদির অভিষেক সিরিজের পর নিউজিল্যান্ডে গিয়ে ইংল্যান্ড কখনো সিরিজও জেতেনি। সাউদি-আবেগে এর সবকিছুই অবশ্য চলে গেছে আড়ালে। নিজের হোমগ্রাউন্ডে টেস্টের সঙ্গে ওয়ানডেও ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে সাউদি বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য এক অভিযাত্রার পর এভাবে বিদায় নেওয়াটা দারুণ।'

অবিশ্বাস্য তো বটেই। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে সাউদি চিরকালীন, বিশ্ব ক্রিকেটেও কি নয়! শুধু টেস্টই ধরুন, ১০৭ টেস্টে ৩৯১ উইকেট। টেস্টে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ৪৩১ উইকেট নিয়ে শীর্ষে যিনি- সর্বকালের সেরা অন্যতম অলরাউন্ডার রিচার্ড হ্যাডলিও ছিলেন আজ সেডন পার্কে। সাউদির ক্যারিয়ারে যাঁর প্রত্যক্ষ অবদান আছে। ১৯ বছর বয়সী সাউদির আন্তর্জাতিক অভিষেকের সময় হ্যাডলি নিউজিল্যান্ডের প্রধান নির্বাচক। চেয়েছিলেন, কিন্তু পাননি এমন কিছু কি আছে? বিদায় বেলায় সাউদি এটাও বলেছেন, '১০০ ছক্কা, ৪০০ টেস্ট উইকেট, ১০০ ক্যাচ (৮৬টি নিয়েছেন)- এটা হলে খুব ভালো হতো। তবে যা করতে পেরেছি, তাতেই আমি খুশি।'

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটের 'সোনালি সময়'-এর স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন বিদায়বেলায়। যাতে বড় ভূমিকা নিউজিল্যান্ডের পেসত্রয়ীরসাউদির সঙ্গে যাতে ছিলেন ট্রেন্ট বোল্ট ও নিল ওয়াগনার। টেস্ট ক্রিকেট সাউদির কাছে সবকিছুর ওপরে। ২০২১ সালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়টা তাই সাউদির কাছে বিশেষ হয়ে থাকারই কথা। ওই পেসত্রয়ীর যাতে বড় ভূমিকা। ওই দুজনের সঙ্গে সম্পর্কটাও সাউদির কাছে বিশেষ কিছু, 'ওই দুজনের সঙ্গে খেলা এবং দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা, যা শুধু মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকেনি- এটাই হয়তো সবচেয়ে তৃপ্তির।' ১৭ বছর ধরে যে ক্রিকেট বলতে গেলে জীবন হয়ে ছিল, এখনকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ঠাসা সূচির কারণেই তা একদমই মিস করবেন না। হাসতে হাসতে বলেছেন, 'পরিবারের সঙ্গে নিজের বাড়িতে ক্রিসমাস উপভোগ করব। অনেক বছর ধরে কালেভদ্রেই যে সুযোগ পেয়েছি।'

ভিনিসিয়ুস জিতে নিলেন ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

ফিফার বর্ষসেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এবারই প্রথম ফিফার এই পুরস্কার জিতলেন ভিনি। কাতারের দোহায় মঙ্গলবার রাতে অনলাইনে ফিফার বর্ষসেরাদের নাম ঘোষণা করা হয়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলতে রিয়াল এখন দোহায় অবস্থান করছে বিধায় মঞ্চে উপস্থিত থেকে সেরার পুরস্কার নিয়েছেন ভিনিসিয়ুস।

গত মৌসুমে রিয়ালকে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে অনবদ্য অবদান রাখেন ভিনিসিয়ুস। ৩৯ ম্যাচে তার গোল ছিল ২৪টি। ভিনি পেছনে ফেলেছেন রদ্রি ও জুড বেলিংহামকে। বছরের সেরা কোচ হয়েছেন রিয়ালের কার্লো আনচেলোত্তি। গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতেছেন আর্জেন্টিনা ও অ্যাস্টন ভিলার এমিলিয়ানো মার্তিনেস। সেরা গোলের জন্য পুস্কাস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আলেহান্দ্রো গারনাচো।

ফের ফিফার বর্ষসেরা গোলরক্ষক মার্টিনেজ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন

টানা দ্বিতীয়বারের মতো ফিফার বর্ষসেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন আর্জেন্টিনার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। গতবারের মতো এবারও আলবিসেলেস্তেদের হয়ে কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেছেন তিনি। এছাড়া গোল্ডেন গ্লাভস জেতার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরা একাদশেও ছিলেন মার্টিনেজ।

কাতারের দোহায় কাতারের রাজধানী দোহায় বিখ্যাত এস্পায়ার একাডেমিতে বসেছে এবারের দ্য বেস্ট ফিফা অ্যাওয়ার্ডস। ব্যালন ডি্অর থেকে আলাদা হওয়ার পর এটি ফিফা বর্ষসেরার নবম আসর।

এবারের ফিফা বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। আর পুরুষদের ফুটবলে সেরা কোচ হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আনচেলত্তি।

সবমিলিয়ে ১১টি পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়েছে ২১১টি ফিফা সদস্য দেশের অধিনায়ক ও কোচ, প্রত্যেক দেশ থেকে একজন করে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক এবং পপুলার ভোটের মাধ্যমে। গত ১০ ডিসেম্বর ভোটিং শেষ হয়েছে। ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিয়ে দেওয়া হয়েছে ফিফার পুরস্কারটি।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata- 700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR